334/01/2020

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭/০১/২০২০

রীক্ষা পে চর্চা: লেজ ছাত্রদের চাচ্ছেন মোদী

সংবাদদাতা

জানুয়ারি: প্রশ্ন তো দূর, বেশেরই! প্রধানমন্ত্রীর ‘পরীক্ষা আমন্ত্রিত নন দেশের বিদ্যালয়-পড়ুয়া। প্রশ্ন শুধু স্কুল-পড়ুয়ারা। ঙ্গে আসা শিক্ষক, সে সুযোগ থাকবে আন্দোলনকারী ছাত্র-কের কটাক্ষ, কড়া শ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের নার সাহস দেখায়নি য়ন মন্ত্রক। শিক্ষক কদেরও মুখে কুলুপ করা হয়েছে।

দাবি, এর সঙ্গে দেশ প্রতিবাদের কোনও নুষ্ঠানটি নবম থেকে ড়ুয়াদের জন্য। বোর্ড-াটিয়ে তাঁদের সফল খাতেই এই অনুষ্ঠানে ী। সেই কারণে প্রথম লে আমন্ত্রিত ছিল বার পরীক্ষামূলক য়ের কিছু পড়ুয়াকে হয়েছিল। কিন্তু এ -পরীক্ষার চৌকাঠে ক্লাসের পড়ুয়াদের প্রতিনিধি থাকবে ডিয়ামে।

ী পড়ুয়াদের একটা ই যুক্তি মানতে উয়ের ছাত্র সংসদ য়র ভাইস ত মুনের কথায়, ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ উত্তাল। কোথাও কারণ ফি বৃদ্ধি, তো কোথাও এনআরসি-এনপিআর। কিন্তু কোথাও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেননি মোদী বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি। পড়ুয়াদের প্রশ্নকে ভয় পাচ্ছেন বলেই সাজানো মঞ্চে ডাকছেন ছোট ছেলে-মেয়েদের। আগে থেকে ঠিক করে রাখা কিছু প্রশ্নের জবাব দেবেন।” জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার এক ছাত্রের মন্তব্য, “যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকে পুলিশ তাণ্ডব চালিয়েছে, লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুখ ঢাকা দুষ্কৃতীদের, তাতে আসল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মুখ প্রধানমন্ত্রীর নেই।”

এই পরিস্থিতিতে সোমবার মোদী যখন মঞ্চে থাকবেন, তখনও রাস্তায় প্রতিবাদ জানাতে থাকবেন পড়ুয়ারা। মিছিল হবে মান্ডি হাউস থেকে। ছাত্র সংগঠন এআইএসএ-র প্রেসিডেন্ট এন সাই বালাজির কটাক্ষ, “কেউ পাবজি খেলেন কি না, এই জাতীয় প্রশ্নেই প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছন্দ। ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের সত্যিকারের প্রশ্নের উত্তর নেই তাঁর ঝুলিতে।” গত বার এক অভিভাবকের কাছে ছেলের মোবাইল-আসক্তির অভিযোগ শুনে সে পাবজি খেলে কি না, জানতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিস্তর আলোচনা হয়েছিল তা ঘিরে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া বিক্রম অনুরাগ, শিবাঞ্জলি কশ্যপদেরও দাবি, “কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ুয়াদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই মোদী কিংবা তাঁর কোনও মন্ত্রীর।”

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজ পর্যন্ত একটিও সাংবাদিক বৈঠক করেননি মোদী। বারবার অভিযোগ উঠেছে, অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া তাঁর ধাতেই নেই। সেই অভিযোগ ফের তুলছেন ‘ডাক না-পাওয়া’ পড়ুয়ারা।

ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, ধৃত পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাড়োয়া: ক্লাসঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল হাড়োয়া থানার এক এএসআইয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাত থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। জনতার সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে পুলিশের। ইটের ঘায়ে জখম হয়েছেন হাড়োয়া থানার ওসি-সহ জনা কুড়ি। জনতার মারে জখম হয়েছেন অভিযুক্ত এএসআই জাহাঙ্গির আলম। চিকিৎসা চলছে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। তাঁকে ‘ক্লোজ’ করে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিনাখাঁর এসডিপিও সুব্রত দেব।

হাড়োয়া থানার বাছড়া হরিণহুলো গ্রামের একটি স্কুলে দু’দিন ধরে ছাত্র-যুব উৎসব চলছিল। সেখানে ডিউটিতে ছিলেন জাহাঙ্গির। অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ দুই ছাত্রীকে জাহাঙ্গির স্কুলের দোতলার একটি ঘরে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। দুই কিশোরী সে কথা এসে জানায় শিক্ষকদের।

তত ক্ষণে খবর শুনে স্কুলের অন্য পড়ুয়া, অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা স্কুলের কাছে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন। জাহাঙ্গিরকে কিছু লোক ধরে ফেলে মারধর শুরু করে। শিক্ষকদের ঘরে ঢুকে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন জাহাঙ্গির। সেখানে আটকে রেখে পেটানো হয় তাঁকে। শিক্ষকেরা স্কুল ছেড়ে চলে যান।

হাড়োয়া-সহ আশপাশের থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে জনতার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। কাঁদানে গ্যাসের সেল, স্টান গ্রেনেড ফাটিয়ে, লাঠি চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ, র‌্যাফ। জখম জাহাঙ্গিরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাতে পুলিশ এসে এলাকার কিছু বাড়িতে ভাঙচুর, মারধর করেছে। পুলিশ কর্তাদের বক্তব্য, অভিযোগ ভিত্তিহীন।

শনিবার সকালে ফের উত্তেজনা ছড়ায় গ্রামে। জাহাঙ্গিরের কঠোর শাস্তির দাবিতে পোস্টার সেঁটে স্কুলের সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। জাহাঙ্গিরের বাইক ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন, “ওই পুলিশ অফিসার মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পরে শিক্ষকেরা

ন রাম-ঘরনির

ছেলেকে মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকতে দেখে একদিন বলি, খুঁজে দে দেখি আমার গ্রামটা।” নগরবেরা আর জলজলি নদীর নামটুকুই মনে ছিল আশার।

ছেলে খোঁজ শুরু করে। মিলে যায় নগরবেরার সার্কল অফিসার ধ্রুবজ্যোতি দাসের মোবাইল নম্বর। সেখানে ফোন করেই মায়ের গল্প শোনায় ছেলে। ধ্রুবজ্যোতিবাবু খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন কল্যাণপুর-বালিজারা গ্রামে হাজেরা খাতুনের মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি এখনও বেঁচে। সেই গ্রামের পাশেই বইছে জলজলি। গত সপ্তাহে স্বামী ও ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ৪০ বছর পরে সরিতন্নেসা হাজির হন তাঁর শৈশবের গ্রামে। ১২ বছরের সেই হারানো

P.T.O

সংবাদদাতা

জানুয়ারি: প্রশ্ন তো দূর, বশেরই!

প্রধানমন্ত্রীর 'পরীক্ষা ামন্ত্রিত নন' দেশের দ্যালয়-পড়ুয়া। প্রশ্ন শুধু স্কুল-পড়ুয়ারা। ঙ্গে আসা শিক্ষক, সে সুযোগ থাকবে আন্দোলনকারী ছাত্র-কের কটাক্ষ, কড়া শ্বিবিদ্যালয় পড়ুয়াদের ার সাহস দেখায়নি য়ন মন্ত্রক। শিক্ষক দেরও মুখে কুলুপ করা হয়েছে।

দাবি, এর সঙ্গে দেশ প্রতিবাদের কোনও ষ্ঠানটি নবম থেকে ড়ুয়াদের জন্য। বোর্ড-টিয়ে তাঁদের সফল াতেই এই অনুষ্ঠানে । সেই কারণে প্রথম লে আমন্ত্রিত ছিল ড় বার পরীক্ষামূলক য়ের কিছু পড়ুয়াকে হয়েছিল। কিন্তু এ পরীক্ষার চৌকাঠে ক্লাসের পড়ুয়াদের প্রতিনিধি থাকবে য়ামে।

ী পড়ুয়াদের একটা যুক্তি মানতে য়ের ছাত্র সংসদ য়র ভাইস ত মুনের কথায়, ন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তাল। কোথাও কারণ ফি বৃদ্ধি, তো কোথাও এনআরসি-এনপিআর। কিন্তু কোথাও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেননি মোদী বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি। পড়ুয়াদের প্রশ্নকে ভয় পাচ্ছেন বলেই সাজানো মঞ্চে ডাকছেন ছোট ছেলে-মেয়েদের। আগে থেকে ঠিক করে রাখা কিছু প্রশ্নের জবাব দেবেন।" জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার এক ছাত্রের মন্তব্য, "যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকে পুলিশ তাণ্ডব চালিয়েছে, লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুখ ঢাকা দুষ্কৃতীদের, তাতে আসল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মুখ প্রধানমন্ত্রীর নেই।"

এই পরিস্থিতিতে সোমবার মোদী যখন মঞ্চে থাকবেন, তখনও রাস্তায় প্রতিবাদ জানাতে থাকবেন পড়ুয়ারা। মিছিল হবে মান্ডি হাউস থেকে। ছাত্র সংগঠন এআইএসএ-র প্রেসিডেন্ট এন সাই বালাজির কটাক্ষ, "কেউ পাবজি খেলেন কি না, এই জাতীয় প্রশ্নেই প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছন্দ। ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের সত্যিকারের প্রশ্নের উত্তর নেই তাঁর ঝুলিতে।" গত বার এক অভিভাবকের কাছে ছেলের মোবাইল-আসক্তির অভিযোগ শুনে সে পাবজি খেলে কি না, জানতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিস্তর আলোচনা হয়েছিল তা ঘিরে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া বিক্রম অনুরাগ, শিবাঞ্জলি কশ্যপদেরও দাবি, "কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ুয়াদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই মোদী কিংবা তাঁর কোনও মন্ত্রীর।"

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজ পর্যন্ত একটিও সাংবাদিক বৈঠক করেননি মোদী। বারবার অভিযোগ উঠেছে, অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া তাঁর ধাতেই নেই। সেই অভিযোগ ফের তুলছেন 'ডাক না-পাওয়া' পড়ুয়ারা।

ন রাম-ঘরনির

ছেলেকে মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকতে দেখে একদিন বলি, খুঁজে দে দেখি আমার গ্রামটা।" নগরবেরা আর জলজলি নদীর নামটুকুই মনে ছিল আশার।

ছেলে খোঁজ শুরু করে। মিলে যায় নগরবেরার সার্কল অফিসার ধ্রুবজ্যোতি দাসের মোবাইল নম্বর। সেখানে ফোন করেই মায়ের গল্প শোনায় ছেলে। ধ্রুবজ্যোতিবাবু খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন কল্যাণপুর-বালিজারা গ্রামে হাজেরা খাতুনের মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি এখনও বেঁচে। সেই গ্রামের পাশেই বইছে জলজলি। গত সপ্তাহে স্বামী ও ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ৪০ বছর পরে সরিতন্নেসা হাজিরা হন তাঁর শৈশবের গ্রামে। ১২ বছরের সেই হারানো মেয়ে এখন ৫২। তিন সন্তানের মা। হাজেরা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন না!

কিন্তু হিন্দু মা যে আসলে মুসলিম, তা জেনে সমস্যা হয়নি ছেলেদের?

আশাদেবী জানান, ছেলেরা বড় হওয়ার পরেই সে কথা তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়। মায়ের জন্মগত ধর্ম নিয়ে তাদের কারও মাথাব্যথা ছিল না। রামদুলারি বিশ্বাস করেন, "এক দিন অসহায় এক কিশোরীকে আশ্রয় দিয়ে যে পুণ্য করেছেন, তারই ফল তিন রত্ন-ছেলে।"

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাড়োয়া: ক্লাসঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল হাড়োয়া থানার এক এএসআইয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাত থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। জনতার সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে পুলিশের। ইটের ঘায়ে জখম হয়েছেন হাড়োয়া থানার ওসি-সহ জনা কুড়ি। জনতার মারে জখম হয়েছেন অভিযুক্ত এএসআই জাহাঙ্গির আলম। চিকিৎসা চলছে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। তাঁকে 'ক্লোজ' করে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিনাখাঁর এসডিপিও সুব্রত দেব।

হাড়োয়া থানার বাছড়া হরিণহুলো গ্রামের একটি স্কুলে দু'দিন ধরে ছাত্র-যুব উৎসব চলছিল। সেখানে ডিউটিতে ছিলেন জাহাঙ্গির। অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ দুই ছাত্রীকে জাহাঙ্গির স্কুলের দোতলার একটি ঘরে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। দুই কিশোরী সে কথা এসে জানায় শিক্ষকদের।

তত ক্ষণে খবর শুনে স্কুলের অন্য পড়ুয়া, অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা স্কুলের কাছে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন। জাহাঙ্গিরকে কিছু লোক ধরে ফেলে মারধর শুরু করে। শিক্ষকদের ঘরে ঢুকে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন জাহাঙ্গির। সেখানে আটকে রেখে পেটানো হয় তাঁকে। শিক্ষকেরা স্কুল ছেড়ে চলে যান।

হাড়োয়া-সহ আশপাশের থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে জনতার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। কাঁদানে গ্যাসের সেল, স্টান গ্রেনেড ফাটিয়ে, লাঠি চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ, র‍্যাফ। জখম জাহাঙ্গিরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাতে পুলিশ এসে এলাকার কিছু বাড়িতে ভাঙচুর, মারধর করেছে। পুলিশ কর্তাদের বক্তব্য, অভিযোগ ভিত্তিহীন।

শনিবার সকালে ফের উত্তেজনা ছড়ায় গ্রামে। জাহাঙ্গিরের কঠোর শাস্তির দাবিতে পোস্টার সেঁটে স্কুলের সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। জাহাঙ্গিরের বাইক ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন, "ওই পুলিশ অফিসার মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পরে শিক্ষকেরা মিটমাট করে নিতে বলেছিলেন। এতে আরও উত্তেজনা ছড়ায়।" প্রধান শিক্ষকের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় শনিবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জাহাঙ্গির। তাঁর কথায়, "আমার কাছে চাকরির জন্য এসেছিল দু'টি মেয়ে। চাকরি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলায় মিথ্যে অপবাদে ফাঁসানো হল।"

08/WBHRC/SMC/2020.

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /25/ /2020

Date: 20. 01. 2020

Enclosed is the news clippings appeared in the " Ananda Bazar Patrika", a Bengali daily dated 18. 01. 2020, the news item is captioned ' ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, ধৃত পুলিশ.'

Superintendent of Police, Basirhat Police District is directed to cause an enquiry into the matter and to furnish a report to the Commission by 1st March, 2020.

20/1/20

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

20/1/2020

(Naparajit Mukherjee)
Member

Encl: News Item Dt. 18.01.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

Asstt. Secy.(L & R Wing) / S.O.
is to take immediate action
20.01.2020

SDB